গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মতার কার্যালয়
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
চান্দিনা, কুমিল্লা

স্মারক নং- ১২.০২.১৯২৭.৩৪৭.০০০.১৬.০০০১.২৫.২ তারিখ: ১২/০১/২৫ খ্রিঃ

বিষয়ঃ পিঁয়াজ এর বিপণন খরচ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষতি (আমদানিকারক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত) প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, কুমিল্লা এর সাথে উপপরিচালকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম বিভাগ এর স্বাক্ষরিত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর কর্মসম্পাদন সূচক (২.২.১) মোতাবেক প্রকাশিত প্রতিবেদন এর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। তা অর্জনের লক্ষ্যে সম্প্রতি আয়োজিত চট্টগ্রাম জেলায় ওএমএস কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে পিঁয়াজ এর বিপণন খরচ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষতি (আমদানিকারক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত) প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য অত্র কার্যালয়ের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিককে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ প্রতিবেদন প্রস্তুতের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রতিবেদনটি মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তঃ ২ (পৃষ্ঠা)।

১২/১/২৫

রেজা শাহবাজ হাদী
সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা,
কুমিল্লা ও
উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা
(অঃদাঃ), চান্দিনা, কুমিল্লা

উপপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
চট্রগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম

পিঁয়াজ এর বিপণন খরচ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষতি
(আমদানীকারক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত)

চট্রগ্রাম বিভাগ এর OMS কর্মসূচী

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক OMS (Open Market Sale) কর্মসূচী গত ১৫ই অক্টোবর ২০২৪ খ্রি. সর্বপ্রথম ঢাকায় চালু করা হয়। নিম্ন আয়ের মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন খাদ্যদ্রব্য সাশ্রয়ী মূল্যে যাতে সহজেই ক্রয় করতে পারে সেই লক্ষ্যে OMS চালু করা। ভোক্তা বাজারে কৃষি পণ্যর নির্ধারিত দামের তুলনায় ৫০-৬০% কম মূল্য নির্ধারণ করে এই কার্যক্রম শুরু করা হয়। ২২শে অক্টোবর ২০২৪ খ্রি. চট্রগ্রাম বিভাগে OMS কর্মসূচী শুরু হয়। আলু, পিঁয়াজ, ডিম এবং মৌসুমভিত্তিক সবজি OMS কর্মসূচীর আওতাধীন ছিল।

১. পিঁয়াজের যোগান

পিঁয়াজের সরবরাহ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রধানত রবি মৌসুমে (শীতকাল) আসে, বিশেষত বরিশাল, পাবনা, ফরিদপুর, নওঁগা, যশোর, চট্রগ্রাম, চুয়াডাঙ্গা এবং রাজশাহী অঞ্চল থেকে। চট্রগ্রাম বিভাগের OMS কার্যক্রমে পিঁয়াজ মূলত মেহের ট্রেডার্স মাধ্যমে খাতুনগঞ্জ (চট্রগ্রাম) পাইকারী বাজার থেকে ক্রয় করেছিল। তাছাড়া গুণগতমান ও বাজারদরের ভিত্তিতে অন্যান্য দোকান থেকেও ক্রয় করা হয়েছিল। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর চট্রগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় OMS কর্মসূচীতে ৫৫ দিনে মোট ১,৭০,২৪৭ কেজি পিঁয়াজ ক্রয় করে প্রথম ধাপে বিভাগীয় কার্যালয় অফিসে মজুদ করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় পিঁয়াজ এর আনুমানিক পরিবহণসহ ক্রয় মূল্য দাড়ায় নিম্নরুপ:

ক(১)

বিবরণ	পরিমাণ	মোট খরচ	খরচ (প্রতি কেজি)
পিঁয়াজ মোট ক্রয়	১,৭০,২৪৭ কেজি	১,৫৯,৩৯৫৬১ টাকা	৯৩.৬২ টাকা
৫৫ দিনে মোট পরিবহণ খরচ		১,২৬,৬৫০ টাকা	০.৭৫ টাকা
পরিবহণ খরচসহ পিঁয়াজের মোট ক্রয় মূল্য (কেজি প্রতি)			**৯৪.৩৭ টাকা**

উপরের ক(১) ছক মোতাবেক, বিগত ৫৫ দিনে পণ্য পরিবহণ করতে দৈনিক ট্রাক ভাড়া ১৬০০-১৮০০ টাকা করে মোট ১,২৬,৬৫০ টাকা খরচ হয়েছে যার গড় পরিবহণ খরচ কেজি প্রতি ০.৭৫ টাকা। মোট গড় ক্রয় মূল্য এবং গড় পরিবহণ খরচ যোগ করলে পিঁয়াজের প্রতি কেজি মূল্য দাড়ায় ৯৪.৩৭ টাকা।

২.বস্তার ওজন

পিঁয়াজ সরবরাহ করার সময় ২ ধরনের বস্তা লক্ষ করা গিয়েছে যথা চটের বস্তা ও প্লাস্টিকের বস্তা। শুধুমাত্র চটের বস্তার ওজন গড়ে ২০০ গ্রাম এবং প্লাস্টিকের ওজন গড় ৫০ গ্রাম। মোট ক্রয়কৃত পিঁয়াজে ৩৭৩১ টি বস্তা পাওয়া গিয়েছে। যার মধ্যে প্রায় ৬০ ভাগ ছিল চটের বস্তা এবং বাকি ৪০ ভাগ প্লাস্টিকের বস্তা। তথ্যসহ নিম্নে ছক আকারে তুলে ধরা হলো:

ক (২)

বিবরণ	পিস	গড় ওজন (প্রতি বস্তা)	মোট ওজন
চটের বস্তা ৩৭৩১* ৬০%	২২৪০	২০০ গ্রাম	৪৪৮ কেজি
প্লাস্টিকের বস্তা ৩৭৩১*৪০%	১৪৯১	৫০ গ্রাম	৭৪.৫৫ কেজি
ভোক্তার নিকট সরবরাহের পরিমাণ			**৫২২.৫৫ কেজি**

মোট ৫২২.৫৫ কেজি বস্তা ওজনের আনুপাতিক গড় বিক্রয় প্রতিদিনের পণ্য বিতরণ/আয় থেকে বাদ যাবে।

৩. ভোক্তার নিকট পৌছানোর পূর্বে পিঁয়াজের বিপণন খরচ

ভোক্তার নিকট কৃষি পণ্য পৌছানোর মধ্যবর্তী কতকগুলো পরিচালনা ব্যয় হয়েছিল। OMS কর্মসূচীতে প্রতিদিনের আনুমানিক ব্যয়গুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

- **লজিস্টিক ও প্যাকেজিং ব্যয়:** চট্রগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় থেকে প্রতিদিন সকালে ১০টি স্থানে কৃষি পণ্য নিয়ে বিআরটিসি ট্রাকে করে রওনা হতো। এই কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে কতকগুলো লজিস্টিক এর প্রয়োজন পড়ে। এর মধ্যে মাইক, মিটার স্কেল, ব্যাগ, চেয়ার, খাতা, কলমসহ আরো অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করতে হয়েছে। গড়পরতা হিসেবে কেজি প্রতি ১.৪৩ টাকা লজিস্টিক ব্যয় হয়েছে।

- **বিআরটিসি ট্রাক ভাড়া:** চট্রগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় থেকে প্রতিদিন ১০টি নির্দিষ্ট স্থানে কৃষি পণ্য নিয়ে যাওয়া হতো। প্রতি ট্রাকের ভাড়া ৮৫০০ টাকা করে নির্ধারিত যা প্রতি কেজি কৃষি পণ্যতে সমন্বয় করলে **৪.৩৬** টাকা করে আসে।
- **আনসারদের সম্মানী:** প্রতিদিন ২ জন আনসার সদস্য এই OMS কর্মসূচীতে সহযোগিতা প্রদান করতো। যাদের সম্মানীসূচক জনপ্রতি ৭২০ টাকা করে মোট ১৪৪০ টাকা দেওয়া হতো। উক্ত ব্যয় কৃষি পণ্যতে সমন্বয় করলে পিঁয়াজে প্রতি কেজি ব্যয় **০.৭৪** টাকা বেড়ে যায়।
- **পরিচালন ব্যয়:** উপপরিচালকের কার্যালয় থেকে প্রতিদিন গড়ে ১৯৫২ কেজি/ডজন/পিছ পণ্য লোডিং হতো এবং পরিচালন বাবদ ব্যয় গড়ে ৬১১৩ টাকা যা কেজি প্রতি ৩.১৩ টাকা আসে।
- **নষ্ট ও ঘাটতি জনিত ব্যয়:** পণ্য ভোক্তার নিকট চূড়ান্ত সরবরাহ কাজে দৈনিক গড়ে ৪.৮১ কেজি পিঁয়াজ নষ্ট ও ঘাটতি জনিত ক্ষতি হয়েছিল যার বিক্রয় মূল্য আসে ২৮৭.০৬ টাকা। উল্লেখ্য যে, প্রতিদিন গড়ে ৩২১ কেজি পিঁয়াজ বিক্রয় উদ্দেশ্যে ট্রাকে তোলা হতো। দেখা যায় যে, কেজি প্রতি ০.৯৯ টাকা নষ্ট ও ঘাটতি জনিত অতিরিক্ত ব্যয় আসে।

পিঁয়াজ এর ক্রয় মূল্যর সাথে উপরে বর্ণিত সার্বিক খরচ যোগ করলে পিঁয়াজের চূড়ান্ত বিপণন খরচ আসে **১০৫.০২** টাকা। নিম্নে তা ক(৩) ছকে তুলে ধরা হলো:

ক (৩)

ক্রমিক নং	বিবরণ	খরচ/টাকা (কেজি প্রতি)
১	পিঁয়াজের ক্রয় মূল্য	৯৩.৬২
২	পরিবহণ খরচ	.৭৫
৩	লজিস্টিক ও প্যাকেজিং ব্যয়	১.৪৩
৪	বিআরটিসি ট্রাক ভাড়া	৪.৩৬
৫	আনসার সম্মানী বাবদ ব্যয়	.৭৪
৬	পরিচালন ব্যয়	৩.১৩
৭	নষ্ট ও ঘাটতি জনিত ব্যয়	.৯৯
পিঁয়াজের চূড়ান্ত বিপণন খরচ		**১০৫.০২/-**

চট্রগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ে বিগত ৫৫ দিনে OMS কর্মসূচীতে পিঁয়াজের তিনটি ভিন্ন গড় বিক্রয় মূল্য(৭০/-, ৫০/- এবং ৪০/-) টাকা থাকার কারণে গড় বিক্রয় মূল্য দাড়ায় ৬৫.৮৪ টাকা এবং ক (৩) ছক অনুযায়ী পিঁয়াজের চূড়ান্ত বিপণন খরচ আসে **১০৫.০২** টাকা। উপরের সামগ্রিক তথ্য বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, **পিঁয়াজ বিক্রয়ে সরকারের কেজি প্রতি ভুর্তকি আসে ৩৯.১৮ টাকা।**

মন্তব্যঃ ২০২৪ সালের OMS কর্মসূচী বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সরকার খাদ্যশস্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ, কৃষকদের জন্য ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণ এবং দরিদ্র জনগণের জন্য খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সফলভাবে OMS পরিচালনা করেছে। তবে, কিছু চ্যালেঞ্জ যেমন পর্যাপ্ত মজুতের অভাব, লজিস্টিক্যাল সমস্যা এবং প্রযুক্তিগত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যা কাটিয়ে উঠতে সরকারকে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

সার্বিকভাবে OMS কর্মসূচীটি বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও বাজার স্থিতিশীলতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, এবং ভবিষ্যতে এর কার্যক্রম আরও সমন্বিত এবং উন্নত করা প্রয়োজন।

12/01/25

মো: রাহিম সরকার
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়
চান্দিনা, কুমিল্লা